



প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক মানুষ
এবং নারীদের তথ্য দেওয়া
সম্পর্কে মাঝিদের দৃষ্টিভঙ্গি

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

সূত্র: কমিউনিটি ফিডব্যাক ও রেসপন্স মেকানিজম (সিএফআরএম) এবং বিভিন্ন ক্যাম্পের লিসেনিং গ্রুপের আলোচনার মাধ্যমে এজেলিগুলা* নানা সময়ে যে মতামতগুলো সংগ্রহ করছে, ২০১৮ এর জানুয়ারি থেকেই বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন তা সমন্বয় করে আসছে। আর এই সংখ্যাটি মূলত বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকা ৬৩০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বয়স্ক ব্যক্তি (৬০ বা তার বেশি বয়সী) ২০২১ এর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তাদের যে উদ্বেগগুলোর কথা জানিয়েছেন সে সম্পর্কিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গত ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর এবং ৩১ অক্টোবর ক্যাম্প ৪ ও ক্যাম্প ১২ এ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন মোট ৯ জন ব্যক্তির বিস্তারিত সাক্ষাৎকার (৪ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী, যাদের বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে) গ্রহণ করে। এর পাশাপাশি ২০২১ এর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি গবেষণা (কোয়ালিটেটিভ) পরিচালনা করে, যার তথ্যও 'হোয়াট ম্যাটার্স' এর এই সংখ্যায় যুক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণাটির জন্য ক্যাম্প ৪ ও ক্যাম্প ১২ এর ২১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (যার মধ্যে শারীরিক, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতার শিকার অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন), ৩ জন মাঝি, ৬ জন বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করেন এমন চারজন কর্মীসহ মোট ৩৪ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

* ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর), দ্য ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি) এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড সহ বিভিন্ন এজেন্সি।

যা জুনা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার
ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

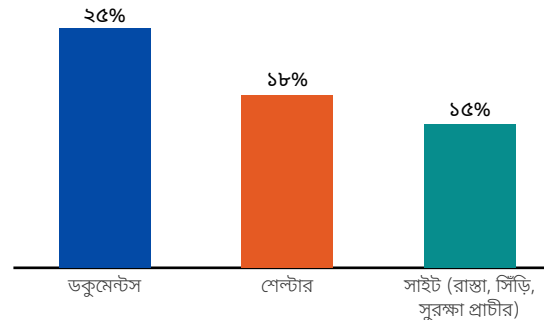
ইস্যু ৫৭ × মঙ্গলবার, ৩০ নভেম্বর ২০২১

কার্ড নবায়ন বা হালনাগাদ করার উপায় জানা না থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্যাম্পে বিভিন্ন সেবা গ্রহণে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন

আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা যারা তাদের দেখাশোনা করেন তারা মূলত ডকুমেন্ট, শেল্টার ও সাইট - এই তিনটি বিষয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্য/পরিচর্যাকারীদের প্রধান প্রধান উদ্বেগ (বেজ = ৬৩০)

আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিটি থেকে
প্রাপ্ত মতামতগুলোর মধ্যে শতকরা হার



ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো মূলত যে সেবাগুলো পাওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন, অথচ পাচ্ছেন না - এমন ধারণার

সাথে সম্পর্কিত। বিস্তারিত সাক্ষাৎকারে নারী ও পুরুষ উভয় দলের অংশগ্রহণকারীরাই জানিয়েছেন যে তাদেরকে 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং এ কারণে টাটকা শাকসবজি পাওয়া বা এরকম আরও কিছু সেবা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন বা এসব সেবার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছেন না। তারা আরও জানান, এ বিষয়ে মাঝিদের কাছে সাহায্য চাইলেও মাঝিরা তাদের অধিকাংশকেই ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি) এর ডিসট্রিবিউশন সেন্টার এবং ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি) এর সাথে যোগাযোগ করতে বলেছেন। প্রয়োজনীয় সেবাগুলো পাওয়ার জন্য তাদেরকে এসব জায়গায় যেয়ে কার্ড হালনাগাদ করে সেখানে 'বিশেষ চাহিদা'র বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়।

এছাড়া অংশগ্রহণকারীরা আরও বলেছেন যে কার্ড হালনাগাদ করার সময় অন্যান্য কী ডকুমেন্টস আনতে হবে বা কী কী প্রয়োজন হতে পারে তারা সেটি জানেন না। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে একজন পুরুষ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, প্রথমবার নিবন্ধন কেন্দ্রে (বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত) ডিজিটেল সময় একটি মেডিকেল রিপোর্ট দেখাতে না পারায় তিনি তার স্মার্ট কার্ড আপডেট করতে পারেননি। এছাড়া যাতায়াতের রাস্তাগুলো তার জন্য খুব একটা সুবিধাজনক না হওয়া এবং এসব জায়গায় যেতে কারও সহায়তা

নিতে হয় বলে (যেটির জন্য কখনও কখনও টাকাও দিতে হয়) একাধিকবার নিবন্ধন কেন্দ্রে যাওয়াটা যে তার জন্য কতটা কঠিন সে বিষয়টিও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। **সঠিক ডকুমেন্টস সম্পর্কে জানা না থাকায় তাদের বারবার যেতে হয়, যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়** – এবিষয়টি যে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন তাদের সবার কথাতেও যাতায়াতের এই সমস্যাটির কথা উঠে এসেছে।

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, ক্যাম্পে চলাফেরা করাটা যেহেতু তাদের জন্য কষ্টকর, তাই তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের ত্রাণ সামগ্রী নিতে বা তাদের পক্ষ থেকে কার্ড হালনাগাদ করতে পাঠান। সাক্ষাত্কারে অংশ নেওয়া পরিবারের সদস্যরাও রাস্তা ও সিঁড়ির খারাপ অবস্থার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা সম্পর্কে একই রকম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

অংশগ্রহণকারীদের থাকার জায়গা (শেল্টার) মেরামত করা প্রয়োজন – সেই সাথে আছে ভূমিধসের উদ্বেগও

কমিউনিটি ফিডব্যাক ও বিস্তারিত সাক্ষাত্কার – এই উভয় মাধ্যমেই অংশগ্রহণকারীরা শেল্টার সম্পর্কে তাদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে অনেকেই ‘শেল্টার কিট’ বা শেল্টার মেরামতের জন্য আনুষ্ঠানিক উপকরণের প্রয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তারা আরও জানান, যে শেল্টার কিটগুলো তারা পেয়েছেন সেগুলো তাদের শেল্টার মেরামতের জন্য যথেষ্ট নয়।

“ গত দুই বছরে আমি কোনো শেল্টার কিট পাইনি। প্রবল বৃষ্টির কারণে আমার শেল্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই শেল্টার মেরামতের জন্য আমি বাঁশ চেয়েছিলাম। কিন্তু এজেন্সিগুলো থেকে যে বাঁশ আমি পেয়েছি তা আমার জন্য (মেরামতের জন্য) যথেষ্ট নয়।”

– শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন একজন রোহিঙ্গা পুরুষ, ৪৮, ক্যাম্প ১২

অংশগ্রহণকারীরা জানান, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে তাদের শেল্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এবিষয়ে মাঝি ও ভলান্টিয়ারদের কাছে তারা তাদের সমস্যার কথা জানালেও এখনও কোনো সাহায্য পাননি।

কিছু অংশগ্রহণকারী জানান, তাদের মধ্যে এই ভয়ও আছে যে শেল্টারগুলো পাহাড়ের ঢালে হওয়ায় ভূমিধসের কারণে এগুলো হয়তো ভেঙে পড়তে পারে। এছাড়া কমিউনিটির মানুষেরা জানিয়েছেন, ভূমিধস হলে তারা যেন নিরাপদ থাকতে পারেন এবং তাদের শেল্টারগুলো যেন মজবুত হয় সেজন্য তারা চান সুরক্ষা প্রাচীরগুলোও যেন মেরামত করা হয়।

এজেন্সিগুলো তাদের শেল্টার সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের মধ্যে যাদের শেল্টার মেরামত করা সবচেয়ে জরুরি তাদেরকেই আগে সহায়তা দিয়ে থাকেন। তবে কমিউনিটির মানুষ এজেন্সিগুলোর এই বিষয়টি সম্পর্কে জানে না বলেই অনেক সময় তারা মনে করেন যে তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

অবকাঠামোগুলো যে ধরনের তা প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের চলাচলকে সীমিত করে তুলছে।

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে ক্যাম্পের পথ এবং সিঁড়িগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করাটা তাদের চলাফেরার সুযোগকে সীমিত করে তুলেছে। তাদের ভয়, যদি খারাপ রাস্তা এবং সিঁড়ি ব্যবহার করতে গিয়ে তারা ব্যথা পান তাহলে তাদের বর্তমান খারাপ পরিস্থিতি হয়তো আরও খারাপের দিকে যাবে। আবার কিছু অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে, ভাঙাচোরা রাস্তা ব্যবহার করে অনেকটা পথ যাওয়ার যে ভয়, সেটি স্মার্ট কার্ড সম্পর্কিত কোনো মতামত বা কোনো অভিযোগ জানানো থেকে তাদের বিরত রাখে।

“ আমি এমনকি পানি আনতেও কখনো শেল্টারের বাইরে যাই না। কারণ আমার ঘর থেকে পানির কল অনেক দূরে এবং রাস্তাঘাটও ভালো না। পানি আনতে যাওয়ার জন্য আমাকে ইটের রাস্তা এবং বড় সিঁড়ি পার হতে হয়। তাই আমার স্বামী এবং প্রতিবেশীরা এ কাজে আমাকে সাহায্য করে। আমি ভয় পাই যে যদি পড়ে যেয়ে আঘাত পাই তাহলে হয়তো রান্না করা বা সন্তানের যত্ন নেওয়ার মতো নিয়মিত কাজগুলোও আমি আর করতে পারব না।”

– শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন একজন রোহিঙ্গা নারী, ৩৫, ক্যাম্প ৪

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তারা তাদের সমস্যাগুলো (খাদ্য সহায়তা, কার্ড সম্পর্কিত এবং অন্যান্য সমস্যা) সম্পর্কে মাঝিকে জানান। কারণ তাদের পক্ষে কোথাও যাওয়াটা কঠিন এবং কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে কোথায় যেতে হবে সে সম্পর্কেও তারা কিছু জানেন না। আবার কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে ভলান্টিয়ার/এনজিও কর্মীরা খুব কমই ক্যাম্পে তাদের সাথে দেখা করেন বলে যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য মাঝির উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়।

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, মাঝি ছাড়াও তারা ক্যাম্পের ভলান্টিয়ার/বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কর্মী, যারা তাদের বাড়িতে আসেন তাদের সাথে কথা বলেন। অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন প্রায়শই ভলান্টিয়ার/এনজিও কর্মীরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না বা দরকারী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য জানাতে পারেন না। অংশগ্রহণকারীরা এমনও বলেছেন যে কখনও কখনও কিছু ভলান্টিয়ার/এনজিও কর্মীরা এসব “তাদের কাজ নয়” বলে দুর্ব্যবহারও করেছেন।



প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক মানুষ এবং নারীদের তথ্য দেওয়া সম্পর্কে মাঝিদের দৃষ্টিভঙ্গি

মাঝিরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন এনজিও, কর্তৃপক্ষ এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ক্যাম্পের মানুষদের তথ্য দেওয়া, বিশেষত বয়স্ক মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও নারীদের তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে মাঝিদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য টিডব্লিউবি পাঁচটি ক্যাম্পের মাঝিদের সাথে কথা বলেছে।

কিছু মাঝি যে তথ্য পান তা বুঝতে সমস্যায় পড়েন

সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে বেশিরভাগ মাঝিই সাধারণত শুক্রবার মসজিদে জুমার নামাজের সময় অথবা কমিউনিটি মিটিং-এ জনগোষ্ঠীর মানুষজনদের তথ্য দিয়ে থাকেন, এছাড়াও কখনো কখনো লাউডস্পিকার বা মাইকের মাধ্যমেও তথ্য প্রচার করেন। সাক্ষাৎকারে সব মাঝিই বলেছেন যে জনগোষ্ঠীকে তারা যে তথ্য দেন তা প্রধানত এনজিও এবং ক্যাম্প ইন চার্জের (সিআইসি) কাছ থেকে পেয়ে থাকেন, তবে কখনো কখনো পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য মাঝিদের কাছ থেকেও তথ্য জানতে পারেন। তারা নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে মানুষকে তথ্য জানান, যার মধ্যে খাদ্য বিতরণ, কোভিড-১৯ এবং পানি, পয়নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সম্পর্কিত তথ্যই বেশি থাকে। এদের মধ্যে ছয়জন মাঝি বলেছেন যে তাদেরকে সাধারণত রোহিঙ্গা ভাষায় তথ্য দেওয়া হয়, দুইজন বলেছেন যে তাদের বাংলা ভাষায় তথ্য দেওয়া হয় এবং একজন বলেছেন যে তাকে বাংলা ও রোহিঙ্গা, উভয় ভাষাতেই তথ্য দেওয়া হয়। যে তিনজনকে নিয়মিত বাংলা ভাষায় তথ্য দেওয়া হয় তাদের মধ্যে দুজন বলেছেন যে সেই তথ্য সম্পূর্ণভাবে বুঝতে তাদের সমস্যা হয়।

“মাঝে মাঝে সিআইসি এবং এনজিওগুলো যে তথ্য দেয় তা বোঝা কঠিন হয় কারণ তারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন।”

– ইমাম, ক্যাম্প ২ডব্লিউ

মাঝিরা জনগোষ্ঠীর মানুষদেরকে জানানোর জন্য আরো তথ্য পেতে চান

মাঝিদের মধ্যে পাঁচজন মনে করেন যে জনগোষ্ঠীর মানুষদেরকে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য তারা পান না। এদের সকলেই মিয়ানমারের পরিস্থিতি এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কী ঘটছে সেই সম্পর্কে তথ্য পেতে চান, কারণ জনগোষ্ঠীর মানুষজন প্রায়শই তাদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। সাক্ষাৎকারে সব মাঝিই বলেছেন যে তারা জনগোষ্ঠীকে জানানোর জন্য আরো তথ্য পেতে চান যেমন প্রত্যাবাসন, ওয়াশ, সামাজিক সংহতি এবং দুর্যোগের প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য।



সূত্র: মাঝিদের তথ্য ও ভাষা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং চাহিদা বোঝার জন্য ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) ১ই, ১ডব্লিউ, ২ডব্লিউ, ৫, ২৬ এবং নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্প কর্মরত নয়জন মাঝির ফোনে সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারগুলো ২০২১ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি নেওয়া হয়েছিল।

কিছু মাঝি মনে করেন না যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক মানুষ এবং নারীদের তথ্য পেতে সমস্যা হয়

সাক্ষাৎকারে নয়জন মাঝির মধ্যে ছয়জন স্বীকার করেছেন যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু মানুষের তথ্য জানতে আরো বেশি সমস্যা হয়। তারা বলেছেন যে বয়স্ক মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিধবা এবং আরো সাধারণভাবে নারীদের তথ্য জানতে সমস্যা হয় কারণ তারা বাড়ির বাইরে খুব বেশি যান না। মাঝিদের মধ্যে পাঁচজন বলেছেন যে জনগোষ্ঠীর এই মানুষদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে তাদের সমস্যা হয়। যারা মাঝিদের কাছে তথ্য জানতে আসতে পারেন না তাদের মধ্যে অনেকের বাড়িতে গিয়ে মাঝিরা তথ্য জানাতে পারলেও, সকলের বাড়িতে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তারা জানিয়েছেন।

“আমরা সব সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলের সাথে দেখা করতে পারিনা, তাই যারা বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকে তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন।”

– ইমাম, নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্প

“নারীরা বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না। যদি একজন পুরুষ পাঁচটি তথ্য জানতে পারেন তবে একজন নারী হয়ত দুটি তথ্যই জানতে পারবেন কারণ তারা সবসময় বাড়িতেই থাকেন।”

– ইমাম, ক্যাম্প ১ই

অন্য মাঝিরা বিশ্বাস করেন যে তারা জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে পারেন, বিশেষত মসজিদে তথ্য জানানোর মাধ্যমে, কারণ সেটা পরে মুখে মুখে পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে মাঝিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে চারজন বিশ্বাস করেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নারীরা জনগোষ্ঠীর বাকি লোকদের মতোই সমান পরিমাণে তথ্য পেয়ে থাকেন এবং পাঁচজন মনে করেন যে বয়স্ক ব্যক্তির সমান পরিমাণে তথ্য জানতে পারেন।



যারা বাড়ির বাইরে বেশী যান না তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাঝিরা আরো বেশি করে লাউডস্পিকার (মাইকিং), বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে তথ্য জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

“ মাইকিং একমাত্র বিকল্প যার মাধ্যমে প্রত্যেকের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য জানানো কঠিন। কখনো কখনো মসজিদের স্পিকার ব্যবহার করা হয় তবে সেটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের টাকা দিতে হয়।”

- ইমাম, ক্যাম্প ১ই

নারীদের পক্ষে তথ্য জানা আরো সহজ করতে মাঝিরা নারীদের তথ্য দেওয়ার জন্য আরো বেশি নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করা, আরো বেশি করে নারী স্বেচ্ছাসেবীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎ করা এবং মাইকের মাধ্যমে তথ্য প্রচারের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন মাঝি এটাও বলেছেন যে জনগোষ্ঠীতে নারী নেত্রীর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। বয়স্ক মানুষ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাঝিরা আরো বেশি মাইকের ব্যবহার এবং (স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নিয়ে) বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাতের পরামর্শ দিয়েছেন এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য তাদের এলাকার কোনও বাড়িতে সভার আয়োজন করার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে তাদের বেশি দূরে যেতে না হয়।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

বর্তমানে এই কর্মকাণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। ইইউ হিউম্যানিটারিয়ান এইড এর অর্থায়নে এতে আরও সহায়তা করছে এসিএফ।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।